২৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ...14 APR 1997...
পৃঃ ৪ কলাম ১

নোটবই সমাচার

উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে 'টেকনিক হ্যাণ্ডনোট' নাম দিয়া নূতন এক ধরনের নোটবই চালু হইয়াছে। এই নোটবই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়নের সহায়ক হউক বা না হউক, এগুলি একশ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষায় নকল করার খুব সহায়ক হইতেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত সংবাদে বলা হইয়াছে, এই নোটবইগুলির আকার খুবই ছোট—লম্বায় মাত্র ৫ ইঞ্চি, চওড়ায় ৩ ইঞ্চি। আকার দেখিয়া মনে হয় পোশাকের ভিতরে বা অন্য কোনভাবে লুকাইয়া পরীক্ষার হলে লইয়া যাওয়ার সুবিধার কথা মনে রাখিয়াই বইগুলি প্রকাশ করা হইয়াছে। আরও কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার হইতেছে, এই বইগুলিতে লেখক ও প্রকাশনীর যে নাম-ঠিকানা ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ভুয়া। এসব নোটবই বাজারে দেদারসে বিক্রয় হইতেছে। কোন্ শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ইহা ক্রয় করিতেছে তাহা সহজেই অনুমেয়। উত্তরাঞ্চলের এই অভিনব ধরনের নোটবই ছাড়াও সারাদেশেই নানা আকার ও প্রকারের নোটবই প্রকাশ ও বিক্রয় হইতেছে। অভিজ্ঞজনদের মতে এসব নোটবইয়ের অধিকাংশই গুণগত দিক হইতে তো বটেই, প্রকাশনা সৌকর্যের দিক হইতেও অতি নিম্নমানের। দুঃখজনক হইলেও সত্য ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশই পরীক্ষায় পাসের জন্য এইসব নোটবইয়ের উপর প্রায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য একটি অশনি সংকেত হিসাবে গণ্য না করিয়া উপায় নাই।

নোটবই লইয়া বিতর্ক দীর্ঘদিনের। এ বিতর্ক অযৌক্তিক নয়। নোটবই যে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বা মাথা খাটাইবার আগ্রহ, ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে সে ব্যাপারে কোন শিক্ষার্থীরই কোন সংশয় নাই। এই কারণে প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হয়। এমন এক সময় এই পদক্ষেপ নেওয়া হয় যখন বোধ করি একমাত্র আদর্শলিপি ও ধারাপাত বই ছাড়া আর সকল বইয়েরই নোটবই বাজারে প্রচলিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় নিম্নশ্রেণীর পাঠ্যবইসমূহের নোটবই নিষিদ্ধ হইলেও গাইড বই, ছাত্রসখা, ছাত্রবন্ধু ইত্যাকার নামে সেগুলির প্রকাশ ও বিক্রয় অব্যাহত আছে। এই বইগুলির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও চলে প্রতারণা। বইয়ে যে মূল্য উদ্ধৃত থাকে বুঝদার ক্রেতা দরাদরি করিয়া উহার অর্ধেক দামেই তাহা কিনিতে পারেন। অন্যদিকে নূতন ক্রেতা ১০% বা ১৫% কমিশন পাইলেই খুশী হইয়া যান। উচ্চতর শ্রেণীগুলির নোটবই সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। সহজে এসএসসি বা এইচএসসির বৈতরণী পার হইবার জন্য বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ইহা কিনিয়া থাকে। ফলে প্রতি বৎসরই নোটবই বাহির করার নূতন নূতন প্রকাশনী গজাইয়া উঠিতেছে। পত্র-পত্রিকার কথা না হয় বাদই দেওয়া গেল, শুধু টেলিভিশনে ইহাদের বিজ্ঞাপন প্রচারের আধিক্য দেখিয়া বুঝিতে কষ্ট হয় না ছাত্র-ছাত্রীদের সহজে পরীক্ষা পাসের আগ্রহকে পুঁজি করিয়া কি বিপুল ব্যবসা এই তথাকথিত প্রকাশনা সংস্থাগুলি করিতেছে।

নোটবই লইয়া এদেশে কম লেখালিখি হয় নাই। সব লেখালিখিতেই একটি কথা অভিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াছে যে, নোটবই আর যাহাই হউক, মেধা বিকাশের সহায়ক নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে ইহা মেধার অপমৃত্যু ঘটায়। এতদসত্ত্বেও এই ব্যবসাটি লইয়া কর্তৃপক্ষীয় মহল কখনওই তেমন মাথা ঘামান নাই। আমরা তো বুঝিতে পারি না কেবল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নোটবই কেন নিষিদ্ধ থাকিবে, কেন তদূর্ধ্ব শ্রেণীগুলিরও নয়? ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, বর্তমানে বিদ্যালয় ও কলেজগুলিতে শিক্ষকদের পাঠদানের মান অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ে নামিয়া আসিয়াছে। ফলে অনেক অভিভাবকই নোটবইয়ের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত উহা ক্রয়ে সন্তানকে বাধা দিতে পারেন না। যাহা হউক, আমরা মনে করি নোটবই সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে আসার সময় হইয়াছে। সকল শ্রেণীর সকল প্রকার নোটবই প্রকাশ বন্ধ করা গেলেই ভাল হয়। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান শিক্ষার পরিবেশ ও শিক্ষাদানের মান বিবেচনা করিয়া যদি উচ্চতর শ্রেণীসমূহের নোটবই চালু রাখিতেই হয় তবে এগুলির মান ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারী উদ্যোগ আবশ্যক। তবে সর্বাগ্রে প্রয়োজন উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলিতে নকলের সহায়ক 'টেকনিক হ্যাণ্ডনোট'র বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করা।